যুগান্তর

তারিখ 23 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

নূতন স্কুল-কলেজ

উদ্বিগ্ন অভিভাবক মহল জানিয়া আশ্বস্ত হইবেন, রাজধানীতে অচিরেই সরকারি উদ্যোগে ১১টি নূতন স্কুল ও ৬টি কলেজ হইতে যাইতেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এই সম্পর্কিত প্রস্তাবনা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। স্কুল-কলেজ স্থাপনের এলাকাও চিহ্নিত করা হইয়াছে ইতিমধ্যে। অনুমোদন পাওয়া গেলেই কাজ শুরু করিবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। ইহার পাশাপাশি দেশের জেলাসমূহে অন্তত একটি করিয়া মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হইবে বিদ্যমান স্কুলগুলির মধ্য হইতে। রাজধানীতে নূতন স্কুল-কলেজ স্থাপনের সপক্ষে যুক্তি রহিয়াছে মাউশির। ১৯৮০ সালের পর হইতে কোন সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই ঢাকায়। ইত্যবসরে জনসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে কয়েকগুণ। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য সরকারি স্কুলগুলিতে পরীক্ষা দিয়াছে ৪৮ হাজার ৫৩২ জন। অথচ আসন রহিয়াছে মাত্র ৮ হাজার ৮৭টি। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীদের অনেকে দ্বারস্থ হইয়াছে বেসরকারি স্কুলের। কিন্তু ঐ সকল স্কুলে বেতন ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বেশি। অধিকাংশের মানও সন্তোষজনক নহে। সেই হিসাবে রাজধানীতে সরকারি উদ্যোগে নূতন স্কুল-কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাইবে সকলে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে বিদ্যমান স্কুল-কলেজগুলির শিক্ষার মানোন্নয়নের দিকেও। কয়েকটি বাদে অধিকাংশ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজকাল শিক্ষার মানে ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। অকুস্থলে শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতিসহ কোচিং করাইতেই বেশি উৎসাহী বলিয়া খবর রহিয়াছে। রাজধানীর বাহিরে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা আরও খারাপ। শিক্ষক স্বল্পতাসহ সেইগুলি নানা সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে ঐগুলির মানোন্নয়নের দিকেও। সরকারি উদ্যোগে নূতন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ লইতে হইবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের পাশাপাশি উৎসাহিত করিতে হইবে শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণেও। দেশে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার কম নহে। দেশের সর্বত্র ছেলেমেয়েদের সরকারি স্কুল-কলেজে ভর্তি করিতে পারিলে তাহারা উপকৃত হইবে। উহার ফলে রাজধানীতে ছাত্রছাত্রীর চাপ কমিবে। রাজধানী এবং উহার বাহিরের অধিকাংশ স্কুল-কলেজে শিক্ষার মান উন্নত করা গেলে দেশের অল্পসংখ্যক মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপ পড়িবে না। উহাতে সেইগুলিও আরও ভালোভাবে পরিচালনা করা সহজ হইবে।